

খসড়া

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) এর আওতাধীন স্থাবর সম্পত্তি ইজারা বিধিমালা, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/.... জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ০২ (মু:প্র:।) বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৪৫ (২)(র) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রয়োগ।- (১) এই বিধিমালা ‘বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) এর আওতাধীন স্থাবর সম্পত্তি ইজারা বিধিমালা, ২০২৬’ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহার পরিধি হইবে ‘বেবিচক’ এর আওতাধীন সমগ্র বাংলাদেশে অর্জিত ও অর্জিতব্য যাবতীয় সম্পত্তি/স্থান, বাংলাদেশের সকল বিমানবন্দরের ল্যান্ডসাইড ও এয়ারসাইড এলাকা এবং ইহার বিধানাবলি ‘বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭’ এর ধারা ৪৫ (২)(র)-এ বর্ণিত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই বিধিমালা “বেবিচক” এর মালিকানাধীন ভবন, স্থাপনা, কক্ষ, ফ্লোর স্পেস, উন্মুক্ত মাঠ, বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, কৃষি জমি, নার্সারি, জলাশয়, কার পার্ক, কনকোর্স হল, দর্শক গ্যালারি, পরিবহণ সেবা, পাবলিক টয়লেট, আবর্জনা নিষ্কাশন, হ্যাংগার প্রভৃতি নির্ধারিত সংশ্লিষ্ট কাজের উদ্দেশ্যে ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

- (অ) ‘অংগীকারনামা’ অর্থ এই বিধিমালার আওতায় যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বেবিচকের অনুমোদিত ও প্রস্তাবিত যাবতীয় শর্তাবলির প্রতি লিখিত ও স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতি ও সম্মতি;
- (আ) ‘আবর্জনা’ অর্থ বেবিচকের যেকোনো এলাকার যেকোনো প্রকারের পরিত্যক্ত ও উচ্ছিষ্ট পণ্য, সরঞ্জাম, দ্রব্য, বর্জ্য;
- (ই) ‘আবর্জনা নিষ্কাশন’ অর্থ নির্ধারিত স্থানে স্তূপীকৃত/রক্ষিত আবর্জনা সম্পূর্ণরূপে অপসারণ;
- (ঈ) ‘ইউনিপোল’ অর্থ পাবলিক প্লেসে (স্থানে) বা সড়কপার্শ্বে Structurally Sound একটি মাত্র খুঁটি বা পোল দ্বারা স্থাপিত নির্দিষ্ট পরিমাপের প্যানেল বা বোর্ড, যা বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের নিমিত্ত স্থাপন করা হয়;
- (উ) ‘ইজারা’ অর্থ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোনো স্থাবর সম্পত্তি (যেমন: ভবন, স্থাপনা, কক্ষ, ফ্লোর স্পেস, বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, হ্যাংগার, কৃষি জমি, নার্সারি, জলাশয়, কার পার্ক, কনকোর্স হল, দর্শক গ্যালারি, পাবলিক টয়লেট প্রভৃতি) এ বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কোনো ইজারা গ্রহীতার অনুকূলে ব্যবহারের অনুমতি;
- (ঊ) ‘ইলেকট্রনিক বিজ্ঞাপন’ অর্থ বিদ্যুৎ/সৌর বিদ্যুৎ বা ব্যাটারি/জেনারেটর চালিত মনিটর বা বড় পর্দার মাধ্যমে যেকোনো তথ্য বা বিজ্ঞাপন উপস্থাপন বা পরিবেশন;
- (ঋ) ‘এভিয়েশন কার্যক্রম’ অর্থ বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ এবং বিমান চলাচল সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুযায়ী বেসামরিক বিমান চলাচলের সহিত সম্পৃক্ত কার্যক্রম;
- (এ) ‘এয়ারলাইন্স’ অর্থ বেবিচকের সাথে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিবন্ধিত ও বেবিচক কর্তৃক অনুমোদিত আকাশপথে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে যাত্রী ও পণ্য-সরঞ্জামবাহী আকাশযান (এয়ারক্রাফট) পরিচালনাকারী দেশীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা;
- (ঐ) ‘এয়ারসাইড’ অর্থ একটি বিমানবন্দরের বিমান চলাচলের এলাকা, তদসম্মিকটস্থ ভূখন্ড (terrain), স্থাপনা, জলাধার এবং কোনো ভবন বা উহার অংশ, যেখানে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত থাকিবে;

- (ও) ‘কনকোর্স হল’ অর্থ টার্মিনাল ভবনের অভ্যন্তরে আগমনী ও বহির্গামী যাত্রীদের স্বাগত বা বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে আগত সহচর, স্বজন, সংজ্ঞী, প্রোটোকলের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের অবস্থানের জন্য ‘বেবিচক’ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান;
- (ঔ) ‘কক্ষ’ অর্থ বেবিচক’মালিকানাধীন যেকোনো ভবনের যেকোনো কক্ষ;
- (ক) ‘কর্তৃপক্ষ’ অর্থ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ এর ধারা ৩ মোতাবেক গঠিত ‘বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক);
- (খ) ‘কৃষি জমি’ অর্থ চাষ করা হটক বা না হটক কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন সকল আবাদযোগ্য ভূমি অথবা যে ভূমি ফসল, উদ্যান ফসল, প্রাণিপালন অথবা মৎস্যপালন কার্যে ব্যবহৃত হয় কিংবা এই সকল কৃষি পণ্য বা সম্পদ উৎপাদনের সুযোগ রহিয়াছে এরূপ ভূমি;
- (গ) ‘চেয়ারম্যান’ অর্থ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান মোতাবেক ‘বেবিচক’ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা;
- (ঘ) ‘চুক্তিনামা’ অর্থ এ বিধিমালার অধীনে ‘বেবিচক’ সহিত ইজারাগ্রহিতার সম্পাদিত ইজারা দলিল;
- (ঙ) ‘জলাশয়’ অর্থ বেবিচক মালিকানাধীন নিচু জমি যেখানে মাছ চাষের উপযোগী পানি জমিয়া থাকে-এইরূপ জলাধার;
- (চ) ‘ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড’ অর্থ এলইডি, এলসিডি বা অন্য কোনো আধুনিক ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে মনিটরে স্থাপিত বা সংযুক্ত আয়তাকার বা বৃত্তাকার বা বর্গাকার বা যেকোনো আকারের বোর্ড, সাধারণ বা বৈদ্যুতিক সংযোগের দ্বারা যাহার মাধ্যমে এক বা একাধিক প্রচার-প্রচারণামূলক অনুমোদিত বিজ্ঞাপন চিত্র, ছবি বা অন্য কোনো আধেয় প্রদর্শন করা যায়;
- (ছ) ‘দর্শক গ্যালারি’ অর্থ টার্মিনাল ভবনের অভ্যন্তরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানকে বুঝাইবে যেখান হইতে যাত্রীসাধারণ বিমানবন্দরে আকাশযান চলাচল অবলোকন করিতে পারে;
- (জ) ‘দীর্ঘমেয়াদি ইজারা’ অর্থ বেবিচকের মালিকানাধীন ল্যান্ডসাইড এলাকার উন্মুক্ত স্থান/সম্পত্তি অনূর্ধ্ব ৬-২০ বছরের জন্য ইজারা প্রদান;
- (ঝ) ‘পরিবহন সার্ভিস’ অর্থ সকল বিমানবন্দরে আগমনী ও বহির্গামী যাত্রীসাধারণ ও যাত্রীসাধারণ কর্তৃক বহনকৃত মালামাল ‘বেবিচক’ কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত ভাড়ায় পরিবহন ব্যবস্থা;
- (ঞ) ‘পরিবার’ অর্থ কোন ইজারাগ্রহিতা, ইজারাগ্রহিতার স্বামী বা স্ত্রী, আঠারো বছরের উর্ধ্ব বয়সের কোনো পুত্র ও কন্যা এবং পিতা ও মাতা;
- (ট) ‘পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা’ অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত ও ব্যবহৃত সকল স্থাপনা (ফ্লোর/টয়লেট/কক্ষ/প্রাঙ্গণ ইত্যাদি) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা;
- (ঠ) ‘পাবলিক টয়লেট’ অর্থ কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন এলাকায় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য কর্তৃপক্ষের নির্মিত টয়লেট;
- (ড) ‘পার্কিং এলাকা’ অর্থ বিমানবন্দরে আগমনী ও বহির্গামী যাত্রী ও দর্শনার্থী পরিবাহী যানবাহনের নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় অবস্থান (পার্কিং) এবং/অথবা অপেক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান;
- (ঢ) ‘প্ল্যাকার্ড’ অর্থ মোটা কাগজ বা কাপড় এবং সমজাতীয় দ্রব্য দ্বারা তৈরি বিজ্ঞাপন, যাহা ফ্রেম বা খুঁটির মাধ্যমে মাটিতে বা যেকোনো অনুমোদিত স্থাপনার উপরে বা গায়ে স্থাপন করা হয়;
- (ণ) ‘ফ্লোর স্পেস’ অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত ভবনের ভিতরের মেঝে;
- (ত) ‘বাণিজ্যিক কার্যক্রম’ অর্থ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত কার্যক্রম;
- (থ) ‘বিলবোর্ড’ অর্থ পাবলিক প্লেসে (স্থানে) বা সড়কপার্কে কাঠামোগতভাবে নিরাপদ (Structurally Sound) এক বা একাধিক খুঁটি বা পোল দ্বারা স্থাপিত অথবা কোনো স্থায়ী স্থাপনার গায়ে নিরাপদভাবে আঁটানো (Fixed) কাঠামোর (Frame) উপর স্থাপিত নির্দিষ্ট পরিমাপের প্যানেল বা বোর্ড, যাহা বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের নিমিত্ত ব্যবহার করা হয়;
- (দ) ‘বোর্ড’ অর্থ বেসামরিক বিমান চলাচল আইন কর্তৃপক্ষ, ২০১৭ এর ধারা ৯ মোতাবেক গঠিত বোর্ড;
- (ধ) ‘ব্যক্তি’ অর্থ যেকোনো ব্যক্তি (Natural Person) ও আইনানুগ ব্যক্তি (Legal Person) বা প্রতিষ্ঠান;
- (নে) ‘ব্যানার’ অর্থ হালকা কাপড় (Fabric) বা সমজাতীয় দ্রব্য দ্বারা তৈরি বিজ্ঞাপন, যাহা কোনো খুঁটির সাহায্যে বা ভবনের সাথে স্থাপন করা হয়;
- (প) ‘ভবন/স্থাপনা’ অর্থ ‘বেবিচক’ এর মালিকানাধীন ভবন/স্থাপনা;
- (ফ) ‘মালগুদাম’ অর্থ অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন, ২০০৩ এর ২(গ) ধারায় বর্ণিত মালগুদাম;
- (ব) ‘লাইটবক্স’ অর্থ ওয়ালে অথবা বুলন্ত অবস্থায় স্থাপিত আয়তাকার বা বর্গাকার বা বৃত্তাকার ক্ষেত্রের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা সজ্জিত বিজ্ঞাপন বোর্ড;

- (ভ) ‘ল্যান্ডসাইড’ অর্থ এয়ারসাইডের বাহিরে বিমানবন্দর সংশ্লিষ্ট সকল এলাকা, যেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত নয়;
- (ম) ‘যাত্রী-সহায়তা সার্ভিস’ অর্থ যাত্রীসাধারণের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য ‘বেবিচক’ কর্তৃক অনুমোদিত সংস্থার মাধ্যমে নির্ধারিত স্থান হইতে যাত্রীসাধারণ-কে সহযোগিতা প্রদান করা;
- (য) ‘স্বল্পমেয়াদী ইজারা’ অর্থ ‘বেবিচক’ কোন ভবন/স্থাপনা/কক্ষ অনূর্ধ্ব ০৩ (তিন) মাসের জন্য ইজারা প্রদান;
- (র) ‘স্বাবর সম্পত্তি’ অর্থ জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট, ১৮৯৭ এর ধারা ৩(২৫) মোতাবেক উল্লিখিত বিষয়;
- (ল) ‘হেল্লডেস্ক’ অর্থ যাত্রীসাধারণকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার তথ্য প্রদান ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য নির্ধারিত স্থানে স্থাপিত ডেস্ক;
- (শ) ‘হেলিকপ্টার সার্ভিস’ অর্থ আকাশপথে যাত্রী, পণ্য, ডাক ও অন্যান্য সামগ্রী পরিবহনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সেবাসহ প্রশিক্ষণ, কৃষি, নির্মাণ কাজ, চিত্রগ্রহণ, জরিপ, পর্যবেক্ষণ, টহল, তল্লাশী, উদ্ধারকাজ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সম্পর্কিত কোনো বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বা অবাণিজ্যিকভাবে হেলিকপ্টার দ্বারা প্রদানকৃত সেবা;
- (ষ) ‘হ্যাঞ্জার’ অর্থ যেকোনো আকাশযান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নির্ধারিত স্থান।

৩। ইজারা প্রদান ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।- (১) ‘বেবিচক’ এর আওতাধীন সকল বিমানবন্দরের এয়ারসাইড এবং ল্যান্ডসাইড এলাকা ইজারা প্রদান এবং উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা করিবার জন্য ইজারা প্রদান কমিটি থাকিবে, যথা-

(ক) নিম্নবর্ণিত ‘ইজারা প্রদান কমিটি’ এয়ারসাইড এবং ল্যান্ডসাইড এলাকা ইজারা প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা-

সদস্য (প্রশাসন), বেবিচক	সভাপতি
সদস্য (অর্থ), বেবিচক	সদস্য
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব)	সদস্য
নির্বাহী পরিচালক/পরিচালক/বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর	সদস্য
পরিচালক (এভসেক)/উপপরিচালক (এভসেক)/সহ: পরিচালক (এভসেক), সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর	সদস্য
উপপরিচালক (অ্যারোড্রমস)	সদস্য
পরিচালক (সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা), বেবিচক	সদস্যসচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা-

- (ক) কমিটি দেশের প্রতিটি বিমানবন্দরের এয়ারসাইড এবং ল্যান্ডসাইড এলাকার ইজারায়োগ্য সম্পত্তির/স্থানের লে-আউট প্ল্যান প্রস্তুতপূর্বক চেয়ারম্যান বেবিচক এর অনুমোদন গ্রহণ করিবে;
- (খ) অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান অনুসারে প্রতি অর্থবছর নতুন ইজারায়োগ্য এবং ইজারা নবায়নযোগ্য সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করিয়া বিধি ৭ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করিবে;
- (গ) কমিটি ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে নতুন কোনো অন্তর্ভুক্তি, বিলুপ্তি এবং ইজারায়োগ্য কোন সম্পত্তির আয়তন হ্রাস/বৃদ্ধি ও তফশিল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বে চেয়ারম্যান, বেবিচক এর অনুমোদন গ্রহণ করিবে;
- (ঘ) কমিটি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে দুইটি বহল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি), বেবিচকের ওয়েবসাইটে এবং নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবে;
- (ঙ) কমিটি ইজারা প্রদান করিবার পূর্বে ইজারা প্রদানের জন্য বিবেচনাধীন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো মামলা/রাষ্ট্রবিরোধী কাজে জড়িত কি না, স্বর্ণ চোরালান, মানব পাচার, হস্তি ব্যবসা বা মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত কোনো অপরাধ ও অন্যান্য ফৌজদারি অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত আছে কি না এ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে পুলিশের বিশেষ শাখা ও প্রয়োজনে গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন গ্রহণ সাপেক্ষে ইজারা প্রদানের প্রস্তাব দিবে’;

- (চ) কমিটি ইজারা প্রক্রিয়া চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করিবার পর প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ইজারাদার ও তাদের কর্মীদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ছাড়পত্র গ্রহণকরত: চূড়ান্ত ইজারাদার অনুমোদনের জন্য উপবিধি ৪(২) অনুযায়ী প্রয়োজনভেদে চেয়ারম্যান, বেবিচক বা বোর্ড এর নিকট প্রেরণ করিবে;
- (ছ) কমিটি ইজারার মেয়াদ শেষে ইজারা নবায়নের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক চেয়ারম্যান, বেবিচকের নিকট সুপারিশ প্রদান করিবে;
- (জ) কমিটি একটি কমন প্ল্যাটফর্মে সকল বিমানবন্দরের উন্মুক্ত ও আবেদনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইজারাদারদের পৃথক পৃথক তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ প্রণয়ন করত: সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর, বেবিচক এবং বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষণের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করিবে;
- (ঝ) সভাপতি ও মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ ন্যূনতম পাঁচ সদস্য নিয়ে কমিটির কোরাম গঠিত হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ ইজারা সংক্রান্ত সকল তথ্য যথা: আবেদন, অনুমোদন, চুক্তি, রিপোর্ট ও পেমেন্ট ইত্যাদি তথ্য ডিজিটাল আর্কাইভ ও ইজারা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করিবে। এই ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর, বেবিচক এবং বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের পর্যবেক্ষণ এবং সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রেরণ করিবে, যাহাতে রিয়েল টাইম ডেটা সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়।

(৩) 'বেবিচক' এর আওতাধীন সকল বিমানবন্দরের এয়ারসাইড এবং ল্যান্ডসাইড এলাকার সম্পত্তি/স্থানসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং সকল ধরনের ইজারাকৃত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মনিটরিং কমিটি নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মনিটরিং করিবে, যথা-

(ক) নিম্নবর্ণিত 'পরিবীক্ষণ ও মনিটরিং কমিটি' সকল বিমানবন্দরের এয়ারসাইড এবং ল্যান্ডসাইড এলাকার সম্পত্তি/স্থানসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মনিটরিং করিবে, যথা-

সদস্য (অপারেশন), বেবিচক	সভাপতি
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব)	সদস্য
উপকমিশনার/সহকারী কমিশনার কাস্টমস, সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর	সদস্য
পুলিশ সুপার/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এপিবিএন), সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর	সদস্য
নির্বাহী পরিচালক/পরিচালক/বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর	সদস্য
পরিচালক (এভসেক)/উপপরিচালক (এভসেক)/সহ: পরিচালক (এভসেক), সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর	সদস্য
উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা/সংশ্লিষ্ট জেলা	সদস্য
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর	সদস্য
পরিচালক (প্রশাসন), বেবিচক	সদস্য সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা-

- (ক) ইজারাগ্রহীতাগণ কর্তৃক ইজারাকৃত সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কিত অনুসন্ধান;
- (খ) এয়ারসাইড এবং ল্যান্ডসাইড এলাকায় বেবিচক বা ইজারাদার কর্তৃক গৃহীত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার যথার্থতা;
- (গ) এয়ারসাইড এবং ল্যান্ডসাইড এলাকায় ইজারাকৃত দোকান, ফুডকোর্ট, ডে-রুম, রেস্টুরেন্ট, লাউঞ্জ, শুল্কমুক্ত বিপণি ইত্যাদির সেবামূল্যের হার ও সেবামূল্যের যৌক্তিকতা নির্ধারণ;
- (ঘ) যাত্রীসেবার মান ও সন্তুষ্টি;
- (ঙ) বিধি ৭ এ বর্ণিত সাধারণ নিয়মাবলিসহ চুক্তিভঙ্গের মতো কোনো কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ;

- (চ) কমিটি সার্বিক বিষয়ে নিয়মিত পরিদর্শন/মনিটরিং করিয়া ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মনিটরিং প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বরাবর দাখিল করিবে;
- (ছ) কমিটি ইজারা প্রদান/নবায়নের ক্ষেত্রে নতুন কোনো নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হইলে কর্তৃপক্ষ-কে অবহিত করিবে;
- (জ) কমিটি প্রয়োজনে ঢাকার বাহিরে অবস্থিত বিমানবন্দরের এয়ারসাইড এবং ল্যান্ডসাইড এলাকার সম্পত্তি ও স্থানসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং সকল ধরনের ইজারাদারের কার্যক্রম তদারকির নিমিত্ত উপরে বর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ ‘পরিবীক্ষণ ও মনিটরিং কমিটি’ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন, মতামত ও সুপারিশ পর্যালোচনাপূর্বক ইজারাকৃত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ (যদি থাকে) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বোর্ডে উপস্থাপন করিবে। বোর্ড সার্বিক বিষয়টি চূড়ান্ত করিয়া মন্ত্রণালয়ের অবগতি এবং প্রয়োজনে সুপারিশ (যদি থাকে) অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবে। তবে অর্থ সংক্রান্ত বিষয় হইলে অর্থ বিভাগের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। ইজারাচুক্তি অনুমোদন ও আপিলের ক্ষমতা।- (১) চেয়ারম্যান, বেবিচক বা বোর্ড ‘ইজারা প্রদান কমিটি’ কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ইজারাদার এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন;

(২) চেয়ারম্যান, বেবিচক বছরে প্রতিটি ইজারার ক্ষেত্রে ৮,০০,০০,০০০ (আট কোটি) টাকা পর্যন্ত ইজারার প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন। ৮,০০,০০,০০০ (আট কোটি) টাকার অধিক মূল্যের ইজারা অনুমোদনের প্রস্তাব বেবিচক এর বোর্ড এর উপর ন্যস্ত থাকিবে;

(৩) চেয়ারম্যান, বেবিচক এর ইজারা সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান সংস্কৃত হইলে ও জামানতের টাকা ফেরত না নিয়া থাকিলে উক্ত সিদ্ধান্তের ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বেবিচক এর বোর্ড এর নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন। বোর্ড ১০ কার্যদিবসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিবে। বোর্ড এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ধাপ হিসাবে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সচিব, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বরাবর আপিল করা যাইবে। সচিব, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। ইজারার প্রকারভেদ।- (১) বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন এয়ারসাইড ও ল্যান্ডসাইড এলাকার ইজারা প্রদানযোগ্য সম্পত্তি/স্থানসমূহ দুইভাবে ইজারা প্রদান করা যাইবে, যথা-

(২) উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ইজারা;

(৩) আবেদনের ভিত্তিতে ইজারা।

৬। ইজারার প্রকারভেদ অনুসারে নতুন ইজারা প্রদান ও নবায়ন পদ্ধতি।— (১) ইজারার প্রকারভেদ অনুসারে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন এয়ারসাইড ও ল্যান্ডসাইড এলাকার ইজারা প্রদানযোগ্য সম্পত্তি/স্থানসমূহ ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলি অনুসরণ করা হইবে, যথা-

(২) উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলি অনুসরণ করা হইবে, যথা-

ক) ‘ইজারা প্রদান কমিটি’ উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ইজারা প্রদান কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ করিবে;

খ) উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে ইজারা প্রদান কমিটি দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ দরদাতাগণের মধ্যে সর্বোচ্চ উদ্ধৃত দর গ্রহণ করিবে;

গ) সর্বোচ্চ উদ্ধৃত দর একাধিক হইলে ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক দরদাতাদের উপস্থিতিতে লটারির মাধ্যমে যে কোনো একজনকে ইজারা গ্রহিতা নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করিবে;

ঘ) উপবিধি ৭(২) অনুসারে ইজারা প্রদান কমিটির সুপারিশ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান অথবা বোর্ড কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হইবে;

ঙ) যে কোনো পদ্ধতিতে প্রদত্ত নতুন ইজারা বা ইজারা নবায়নের বিষয়ে চেয়ারম্যান এর কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংস্কৃত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বোর্ডে এবং বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংস্কৃত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বরাবর আপিল দায়ের করিতে পারিবে।

(৩) উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ইজারা প্রদান করিতে হইবে, যথা-

(ক) টার্মিনাল ভবনের ভিতরে যাত্রীসেবার সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (যেমন: ব্যাংক, মানি এক্সচেঞ্জ, এটিএম বুথ, হোটেল কাউন্টার, প্রচার-প্রচারণা বুথ, যাত্রী সহায়তা সার্ভিস, সেবা, লাগেজ র‍্যাপিং, কুরিয়ার সার্ভিস এর জন্য কক্ষ, ফ্লোর স্পেস, স্পেস ইত্যাদি) পর্যাপ্ত স্থান খালি থাকা সাপেক্ষে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে ইজারার মেয়াদ বছরভিত্তিক নবায়নের শর্তে প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধিতে প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ০৫(পাঁচ) বছর হইবে।

ইজারা নবায়ন: ইজারাগ্রহিতার সন্তোষজনক আচরণ, সার্বিক পারফরম্যান্স ও ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায়িক আচরণ বিশ্লেষণ সাপেক্ষে ও বিমানবন্দরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা এবং কার্যক্রম চলমান রাখার প্রয়োজনীয়তার আলোকে উক্ত ইজারার মেয়াদ শেষের পূর্বেই নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ন্যূনতম ৫% বৃদ্ধির শর্তে আরও ০১(এক) বছর নবায়ন করা যাইবে।

উপর্যুক্ত প্রতিটি ইজারার ক্ষেত্রে এইভাবে ০৬(ছয়) বছর অতিবাহিত হইবার পর ইজারা স্থলটি পুনরায় উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পুনরায় ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে বিগত সর্বোচ্চ ০৬(ছয়) বছর গড় ইজারামূল্যকে ভিত্তিমূল্য হিসাবে নির্ধারণ করা হইবে।

(খ) টার্মিনাল ভবনের ভিতরে লাউঞ্জ এর জন্য জায়গা, ফ্লোর স্পেস, নির্ধারিত স্থান খালি থাকা সাপেক্ষে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে ইজারার মেয়াদ বছরভিত্তিক নবায়নের শর্তে পূর্ববর্তী ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধিতে প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ০৫(পাঁচ) বছর হইবে।

ইজারা নবায়ন: ইজারাগ্রহিতার সন্তোষজনক আচরণ, সার্বিক পারফরম্যান্স ও ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায়িক আচরণ বিশ্লেষণ সাপেক্ষে ও বিমানবন্দরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা এবং কার্যক্রম চলমান রাখার প্রয়োজনীয়তার আলোকে উক্ত ইজারার মেয়াদ শেষের পূর্বেই নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ন্যূনতম ৫% বৃদ্ধির শর্তে আরও ০১(এক) বছর নবায়ন করা যাইবে।

এইভাবে সর্বোচ্চ ০৬(ছয়) বছর অতিবাহিত হইবার পর ইজারা স্থলটি পুনরায় উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পুনরায় ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে বিগত ০৬ (ছয়) বছরের গড় ইজারামূল্যকে ভিত্তিমূল্য হিসাবে নির্ধারণ করা হইবে।

(গ) টার্মিনাল ভবনের ভিতরে ফুড কোর্ট, লাউঞ্জ, ডে-রুম, রেস্টুরেন্ট, দোকান, শুল্কমুক্ত বিপণি ইত্যাদির জন্য জায়গা, ফ্লোর স্পেস, নির্ধারিত স্থান ইত্যাদি খালি থাকা সাপেক্ষে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে ইজারার মেয়াদ বছরভিত্তিক নবায়নের শর্তে প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধিতে প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর হইবে।

ইজারা নবায়ন: ইজারাগ্রহিতার সন্তোষজনক আচরণ, সার্বিক পারফরম্যান্স ও ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায়িক আচরণ বিশ্লেষণ সাপেক্ষে ও বিমানবন্দরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা এবং কার্যক্রম চলমান রাখার প্রয়োজনীয়তার আলোকে উক্ত ইজারার মেয়াদ শেষের পূর্বেই নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ন্যূনতম ৫% বৃদ্ধির শর্তে ০১(এক) বছর করিয়া সর্বোচ্চ আরো ০২(দুই) বছর নবায়ন করা যাইবে।

এইভাবে ০৫(পাঁচ) বছর অতিবাহিত হইবার পর ইজারা স্থলটি পুনরায় উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পুনরায় ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে বিগত ০৩(তিন) বছরের গড় ইজারামূল্যকে ভিত্তিমূল্য হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে।

(ঘ) বিমানবন্দরের সৌন্দর্য বর্ধন এবং দেশের স্বনামখ্যাত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পণ্য/সেবা বিক্রয় বা বাণিজ্যিক কার্যক্রম প্রসারের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনে বিলবোর্ড, ইউনিপোল, প্ল্যাকার্ড, ব্যানার, সাইনেজ, লাইটবক্স, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড ইত্যাদি স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত স্থান খালি থাকা সাপেক্ষে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে ইজারার মেয়াদ বছরভিত্তিক নবায়নের শর্তে প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধিতে প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর হইবে।

ইজারা নবায়ন: ইজারাগ্রহিতার সন্তোষজনক আচরণ, সার্বিক পারফরম্যান্স ও ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায়িক আচরণ বিশ্লেষণ সাপেক্ষে ও বিমানবন্দরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা এবং কার্যক্রম চলমান রাখার প্রয়োজনীয়তার আলোকে উক্ত ইজারার মেয়াদ শেষের পূর্বেই নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ন্যূনতম ৫% বৃদ্ধির শর্তে ০১(এক) বছর করিয়া আরো সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর নবায়ন করা যাইবে।

এইভাবে ০৫ (পাঁচ) বছর অতিবাহিত হইবার পর ইজারা স্থলটি পুনরায় উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পুনরায় ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে বিগত ০৩(তিন) বছরের গড় ইজারামূল্যকে ভিত্তিমূল্য হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে।

(ঙ) টার্মিনাল ভবনের বাইরে রেস্টুরেন্ট, দোকান, এটিএম বুথ, কৃষি জমি, জলাশয় উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে পূর্বোক্ত ইজারামূল্য/ভিত্তি ইজারামূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধি ও বছরভিত্তিক নবায়নের শর্তে প্রাথমিকভাবে ০৩(তিন) বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, কৃষি জমি ও জলাশয় কোনো অবস্থাতেই অকৃষি কাজে ব্যবহার করা যাইবে না বা অবকাঠামোগত উন্নয়ন দ্বারা কৃষি জমি, জলাশয় বা জলাধার হিসেবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা অন্য কোনো ভাবে শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না।

ইজারা নবায়ন: ইজারাগ্রহিতার ব্যবসায়িক সন্তোষজনক আচরণের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তি ইজারামূল্যের উপর প্রতি বছর ন্যূনতম ৫% বৃদ্ধির শর্তে ০১(এক) বছর করিয়া আরো সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর নবায়ন করা যাইবে।

এইভাবে ০৫ (পাঁচ) বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ইজারাস্থলটি পুনরায় উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পুনরায় ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে বিগত ০৩(তিন) বছরের গড় ইজারামূল্যকে ভিত্তিমূল্য হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে।

(চ) টার্মিনাল ভবনের বাইরে কার পার্ক, পাবলিক টয়লেট উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ০১ (এক) বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা যাইবে।

ইজারা নবায়ন: ইজারাগ্রহিতার ব্যবসায়িক সন্তোষজনক আচরণের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তি ইজারামূল্যের উপর প্রতি বছর ন্যূনতম ৫% বৃদ্ধির শর্তে ০১(এক) বছর করিয়া আরো সর্বোচ্চ ০২(দুই) বছর নবায়ন করা যাইবে।

এইভাবে ০৩(তিন) বছর অতিবাহিত হইবার পর ইজারা স্থলটি পুনরায় উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পুনরায় ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে বিগত ০৩(তিন) বছরের গড় ইজারামূল্যকে ভিত্তিমূল্য হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে।

(ছ) কনকোর্স হল, পরিবহন সেবা, বিমানবন্দরের ভিতরে ও বাহিরের আবর্জনা ও বর্জ্য নিষ্কাশন উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ০১ (এক) বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, বর্জ্য সংরক্ষণের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমন জায়গা নির্বাচন করিতে হইবে, যাহাতে কোনো ধরনের চোয়ানি/leakage না পড়ে এবং বর্জ্য এমনভাবে স্থানান্তর বা পরিবহণ করিতে হইবে যাহাতে স্থানান্তরকালে দুর্গন্ধ না ছড়ায়, পশ্চিমধ্যে বর্জ্যর কোনো অংশ পড়িয়া না যায় এবং দৃষ্টিকটু দৃশ্যের অবতারণা না ঘটে।

ইজারা নবায়ন: ইজারাগ্রহিতার ব্যবসায়িক সন্তোষজনক আচরণের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তি ইজারামূল্যের উপর প্রতি বছর ন্যূনতম ৫% বৃদ্ধির শর্তে ০১(এক) বছর করিয়া আরো সর্বোচ্চ ০২(দুই) বছর নবায়ন করা যাইবে।

এইভাবে ০৩(তিন) বছর অতিবাহিত হইবার পর ইজারাস্থলটি পুনরায় উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পুনরায় ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে বিগত ০৩(তিন) বছরের গড় ইজারামূল্যকে ভিত্তিমূল্য হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে।

(জ) নার্সারির জন্য কৃষি জমি সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ হারে প্রাথমিকভাবে ০১ (এক) বছরের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ইজারামূল্যে ইজারা প্রদান করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, কৃষি জমি কোনো অবস্থাতেই অকৃষি কাজে ব্যবহার করা যাইবে না বা অবকাঠামোগত উন্নয়ন দ্বারা কৃষি জমি হিসেবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা অন্য কোনোভাবে শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না।

ইজারা নবায়ন: ইজারাগ্রহিতার ব্যবসায়িক সন্তোষজনক আচরণের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তি ইজারামূল্যের উপর প্রতি বছর ন্যূনতম ৫% বৃদ্ধির শর্তে ০১(এক) বছর করিয়া আরো সর্বোচ্চ ০২(দুই) বছর নবায়ন করা যাইবে।

(ঝ) ল্যান্ডসাইড এলাকায় নির্মিত কমিউনিটি সেন্টার, মিলনায়তন ও অন্যান্য স্থাপনা খালি থাকা সাপেক্ষে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে ইজারার মেয়াদ বছরভিত্তিক নবায়নের শর্তে পূর্ববর্তী ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধিতে প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ ০৫(পাঁচ) বছর হইবে।

ইজারা নবায়ন: ইজারাগ্রহিতার সন্তোষজনক আচরণ, সার্বিক পারফরম্যান্স ও ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায়িক আচরণ বিশ্লেষণ সাপেক্ষে ও বিমানবন্দরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা এবং কার্যক্রম চলমান রাখার প্রয়োজনীয়তার আলোকে উক্ত ইজারার মেয়াদ শেষের পূর্বেই নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ন্যূনতম ৫% বৃদ্ধির শর্তে আরও ০১(এক) বছর নবায়ন করা যাইবে।

এইভাবে সর্বোচ্চ ০৬(ছয়) বছর অতিবাহিত হইবার পর ইজারা স্থলটি পুনরায় উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পুনরায় ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে বিগত ০৬ (ছয়) বছরের গড় ইজারামূল্যকে ভিত্তিমূল্য হিসাবে নির্ধারণ করা হইবে।

(৪) আবেদনের ভিত্তিতে ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলি অনুসরণ করা হইবে, যথা-

- ক) ইজারা প্রদান কমিটি আবেদনের ভিত্তিতে ইজারা প্রদান কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ করিবে;
- খ) কমিটি আবেদনের ভিত্তিতে ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে ইজারা প্রদেয় স্থানটির ইজারামূল্য পূর্বেই নির্ধারণ করিবে। প্রতিবছর একটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে (যেমন: সংশ্লিষ্ট স্থানে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে, কোনো ইজারাযোগ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য ইতোমধ্যে ইজারামূল্য নির্ধারিত হইয়া থাকিলে, ইত্যাদি) ইজারামূল্য নির্ধারণ করিয়া তাহাতে আবশ্যিকভাবে অর্থ বিভাগের অনুমোদন নিতে হইবে;
- গ) ইজারা প্রদান কমিটি ইজারার জন্য প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচনকরত: অর্থবিভাগের অনুমোদিত মূল্যে ইজারা স্থলটি প্রার্থীর অনুকূলে ইজারা প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করিবে;
- ঘ) একটি স্থানের জন্য একাধিক আবেদনকারি থাকিলে ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক আবেদনকারীদের উপস্থিতিতে লটারির মাধ্যমে যে কোনো একজনকে ইজারাগ্রহিতা নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করিবে;
- ঙ) বিধি ৮.২ মোতাবেক ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ ক্ষেত্রমত চেয়ারম্যান কিংবা কর্তৃপক্ষের বোর্ড চূড়ান্ত করা হইবে। তবে স্বল্পমেয়াদি ইজারার ক্ষেত্রে ইজারা প্রদান কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে;
- চ) নতুন ইজারা প্রদান বা নবায়নের বিষয়ে চেয়ারম্যান এর কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংস্কৃদ্ধ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বোর্ডে এবং বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংস্কৃদ্ধ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বরাবর আপিল দায়ের করিতে পারিবে;
- ছ) কোন ইজারাস্থলের ইজারামূল্য নির্ধারিত সিলিং/ইজারামূল্যের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাওয়ার পর কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভা কর্তৃক নতুনভাবে ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্য নির্ধারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে;
- জ) ইজারার ভিত্তিমূল্য নির্ধারণে অর্থ বিভাগের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ অনুসারে সময়ে অর্থ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) আবেদনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ইজারা প্রদান করিতে হইবে, যথা-

(ক) বিমানবন্দরে অপারেশন পরিচালনাকারী এয়ারলাইন্স/হেলিকপ্টার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান

বিমানবন্দরে অপারেশন পরিচালনাকারী এয়ারলাইন্স/হেলিকপ্টার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত স্থান খালি থাকা সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ইজারামূল্যে ও শর্তে হ্যাংগার স্পেস/ভবন/স্থাপনা/কক্ষ/ফ্লোর স্পেস/স্পেস ইজারা প্রদান করা যাইবে। এক্ষেত্রে ইজারার মেয়াদ বছরভিত্তিক নবায়নের শর্তে প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বছর হইবে।

ইজারা নবায়ন: সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এভিয়েশন কার্যক্রম চলমান রাখার প্রয়োজনীয়তার আলোকে পরবর্তীতে উক্ত ইজারার মেয়াদ কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তি ইজারামূল্যের উপর প্রতি বছর ন্যূনতম ৫% বৃদ্ধির শর্তে অনূর্ধ্ব ০১(এক) বছর করিয়া আরো সর্বোচ্চ ০২(দুই) বছর নবায়ন করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, AOC (Air Operator Certificate) এর মেয়াদ ৬(ছয়) মাসের অধিক উত্তীর্ণ হইলে অথবা উক্ত এয়ারলাইন্সের কোনো অপারেশনাল কার্যক্রম ৬ (ছয়) মাসের অধিক বন্ধ থাকিলে ইজারা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইজারাগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান উক্ত স্থাপনা/স্থান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাথে সাথে হস্তান্তর করিতে বাধ্য থাকিবে। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ মালামাল বাজেয়াপ্তসহ সংশ্লিষ্ট ইজারাগ্রহীতাকে উচ্ছেদপূর্বক দখল গ্রহণ করিতে পারিবে।

(খ) বিমানবন্দরে স্থাপিত সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান

বিমানবন্দরে কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে শুধুমাত্র সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত স্থান খালি থাকা সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ইজারামূল্যে ও শর্তে ভবন/স্থাপনা/কক্ষ/ফ্লোর স্পেস/স্পেস ইজারা প্রদান করা যাইবে। এক্ষেত্রে ইজারার মেয়াদ বছরভিত্তিক নবায়নের শর্তে প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বছর হইবে।

ইজারা নবায়ন: সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান রাখার প্রয়োজনীয়তার আলোকে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তি ইজারামূল্যের উপর প্রতি বছর ন্যূনতম ৫% বৃদ্ধির শর্তে ইজারার মেয়াদ বছর বছর নবায়ন করিতে পারিবে।

(গ) এভিয়েশন কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস (এয়ারক্রাফট/ফ্লাইট মেইন্টেনেন্স সার্ভিস)

বিমানবন্দরে সুষ্ঠু এভিয়েশন কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস হিসাবে বিবেচিত এয়ারক্রাফট/ফ্লাইট মেইন্টেনেন্স সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত স্থান খালি থাকা সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ইজারামূল্যে অথবা ঐ স্থানের আশেপাশে একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্যে বিদ্যমান সর্বোচ্চ ইজারামূল্য-এ দুইয়ের মধ্যে যেইটি বেশি হইবে সেই ইজারামূল্যের শর্তে ভবন/স্থাপনা/কক্ষ/ফ্লোর স্পেস ইজারা প্রদান করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে ইজারার মেয়াদ বছরভিত্তিক নবায়নের শর্তে প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধিতে প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বছর হইবে।

ইজারা নবায়ন: সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এভিয়েশন এবং অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম চলমান রাখার প্রয়োজনীয়তার আলোকে পরবর্তীতে উক্ত ইজারার মেয়াদ প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ন্যূনতম ৫% বৃদ্ধিতে অনূর্ধ্ব ০১(এক) বছর করিয়া আরো সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর নবায়ন করা যাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষের ফ্লাইট সেফটি এন্ড রেগুলেসনস বিভাগ হইতে এয়ারক্রাফট/ফ্লাইট মেইন্টেনেন্স বিষয়ে অপারেশনাল অনুমতি সাপেক্ষে এইরূপ ইজারা নবায়ন করা হইবে।

(৬) দীর্ঘমেয়াদি ইজারা

কোনো প্রতিষ্ঠানের এভিয়েশনের অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম চলমান রাখিবার প্রয়োজনীয়তার আলোকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সরাসরি আবেদনের ভিত্তিতে ল্যান্ডসাইড এলাকার ভূমি দীর্ঘমেয়াদি ইজারা প্রদান করা যাইবে। এইরূপ ইজারা অনূর্ধ্ব ০৬(ছয়) বছর হতে ২০ (বিশ) বছরের জন্য হইবে।

দীর্ঘমেয়াদি ইজারা প্রদান করিবার পূর্বে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Assessment) সম্পন্ন করিতে হইবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় শর্ত বা সীমাবদ্ধতা আরোপ করিতে পারিবে।

তবে, প্রশাসনিক বা জনস্বার্থে কর্তৃপক্ষ/বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে সর্বোচ্চ এক বছরের নোটিশের মাধ্যমে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা যাইবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতাকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিজ ব্যয়ে অবকাঠামো অপসারণ করিতে হইবে।

(৭) মধ্যমেয়াদি ইজারা। কোনো প্রতিষ্ঠানের এভিয়েশন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রাখিবার জন্য উপবিধি ৬(২)(৩) অনুসরণপূর্বক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা যাইবে। এইরূপ ইজারা তিন মাসের অধিক হতে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য হইবে।

(৮) স্বল্পমেয়াদি ইজারা

এককালীন ইভেন্ট/অনুষ্ঠান/ঘটনা উপলক্ষে কোনো ভবন/স্থাপনা/কক্ষ/ফ্লোর স্পেস ইত্যাদি স্বল্প মেয়াদের জন্য আবেদনের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা যাইবে। এইরূপ ইজারা অনূর্ধ্ব ০৩ (তিন) মাসের জন্য হইবে। উক্তরূপ ইভেন্ট/অনুষ্ঠান/ঘটনা সম্পন্ন/সমাপ্ত হইবার সাথে সাথে ইজারা চুক্তি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

ইভেন্ট/অনুষ্ঠান/ঘটনার প্রকার বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ইজারামূল্য প্রযোজ্য হইবে। তবে কোন অবস্থাতেই কর্তৃপক্ষ ইজারার মেয়াদ আর বৃদ্ধি করিতে পারিবে না।

৭। ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মাবলি হইবে, যথা- (১) সকল ইজারা কার্যক্রম অর্থবছর ভিত্তিক এবং ৩০ জুনের মধ্যে ইজারা কার্যক্রম আবশ্যিকভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে। যৌক্তিক কারণে পূর্ণ বছরের পরিবর্তে বছরের আংশিক সময়ের জন্য ইজারা প্রদান করা হইলে ইজারাগ্রহীতা ঐ সময়ের জন্য হারাহারিভাবে ইজারামূল্য ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ করিবে। তবে বছর গণনার ক্ষেত্রে তাহা পূর্ণ বছর হিসাবে বিবেচ্য/গণ্য করা হইবে;

(২) কোনো ইজারাগ্রহীতা তাহার অনুকূলে ইজারাকৃত সম্পত্তি সাবলিজ, মর্টগেজ দিতে পারিবে না বা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর করিতে পারিবে না বা কোনোভাবেই দায়বদ্ধ করিতে পারিবে না। কোনো ইজারাগ্রহীতা যদি তাহা করিয়া থাকেন তাহা হইলে চেয়ারম্যান, বেবিচক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানো সাপেক্ষে উক্ত ইজারা বাতিল করিয়া দিবেন এবং জমাকৃত ইজারা মূল্য কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে। উক্ত ইজারাগ্রহীতা পরবর্তী তিন বছর ইজারা সংক্রান্ত কোনো আবেদন করিতে অথবা দরপত্র কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না;

(৩) যেই প্রতিষ্ঠানের নামে ইজারা চুক্তি সম্পাদিত হইবে সেই প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো নামে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা বা বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা যাইবে না;

(৪) এয়ারসাইড এলাকার ইজারাগ্রহীতাগণ ইজারা প্রাপ্ত স্থান সজ্জিত করার সময়ে কোনো প্রকার অতিদাহ্য বস্তু ব্যবহার করিতে পারিবে না;

(৫) ইজারা প্রদান কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ইজারাদারদের পৃথক পৃথক তথ্যসম্বলিত ডাটাবেইজ এর আলোকে বেবিচক বিমানবন্দরগুলোর সমন্বিত ইজারা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবে;

(৬) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইজারা চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারীর ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ইজারাস্বল হস্তান্তর করিতে হইবে। তবে যুক্তিসংগত কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারাস্বল হস্তান্তর করা সম্ভব না হইলে প্রকৃত হস্তান্তরের তারিখ হইতে ইজারার মেয়াদ কার্যকর হইবে;

(৭) ইজারার মেয়াদ শেষ হইবার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির উপর ইজারাগ্রহীতার অধিকার বিলুপ্ত হইবে। উক্ত সম্পত্তির সকল অধিকার, স্বত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেবিচক তথা সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে;

(৮) যে কোনো ইজারাস্বলের ইজারা চুক্তির শর্ত ও অন্যান্য বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(৯) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা মূল্যসহ যাবতীয় পাওনা পরিশোধপূর্বক ইজারাগ্রহীতাকে চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে হইবে। নির্ধারিত সময়ে ইজারা মূল্যসহ অন্যান্য পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে তাঁর জমাকৃত আর্নেস্টমানি/জামানত বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে;

(১০) প্রতিটি বিমানবন্দর একটি KPI (Key Point Installation) বিধায় কর্তৃপক্ষ বিমানবন্দরের নিরাপত্তার স্বার্থে কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোনো ইজারাগ্রহীতার কার্যক্রম তাৎক্ষণিকভাবে স্থগিত এবং ২৪ ঘন্টার নোটিশে ইজারা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে;

(১১) বিমানবন্দরের সুষ্ঠু অপারেশন, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন, সৌন্দর্যবর্ধন এবং প্রশাসনিক কাজের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ৩০(ত্রিশ) দিনের নোটিশে যে কোনো ইজারা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে;

(১২) বিমানবন্দরের অপারেশনাল এলাকা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার আশেপাশের জমি, মাস্টারপ্লানের আওতাভুক্ত জমি, বিমানবন্দর অথবা সুষ্ঠু বিমান চলাচল ও নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যবহারযোগ্য জমি/জলাশয় ইত্যাদি ইজারা প্রদান করা যাইবে না;

(১৩) প্রয়োজনীয় শর্তাদিসহ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত চুক্তিপত্র মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণকারী ইউনিট প্রধান/মনোনীত প্রতিনিধি ইজারা চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবেন। উক্ত চুক্তিপত্রের কোনো শর্ত পরিবর্তন/সংযোজন করিতে হইলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(১৪) ইজারাগ্রহিতা কর্তৃপক্ষের পাওনাদি পরিশোধে অনিয়মিত হইলে বা ব্যবসায়িক আচার-আচরণ সন্তোষজনক না হইলে/বিমানবন্দরে নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলিয়া বিবেচিত হইলে যেকোনো ব্যক্তি, এয়ারলাইন্স, সরকারি, বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠানের ইজারা বাতিল করা বা ইজারা নবায়ন বিবেচনা না করিবার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে;

(১৫) চুক্তি সম্পাদন নোটিশে বা চুক্তিপত্রে ভিন্ন কিছু উল্লেখ না থাকিলে, ইজারাগ্রহিতা মূল অবকাঠামোর কোনোরূপ পরিবর্তন না করিয়া ইজারাস্থলে নিজ খরচে স্থানান্তরযোগ্য অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ ও সাজসজ্জা করিতে পারিবে। ইজারাগ্রহিতা ইজারাস্থলের স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামো/সাজসজ্জা নিজ খরচে বিমানবন্দরের সার্বিক সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রাখিয়া কর্তৃপক্ষের প্রকৌশল বিভাগ/সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর ব্যবস্থাপকের সাথে সমন্বয়পূর্বক ডেকোরেশন, প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ করিতে পারিবেন। উক্ত কাজের আনুষঙ্গিক খরচ কোনো অবস্থাতেই ইজারামূল্যের সহিত সমন্বয় করা যাইবে না এবং ইজারার মেয়াদ শেষে উক্ত ডেকোরেশন নিজ খরচে অপসারণ করিতে হইবে। অপসারণ করিবার সময় কর্তৃপক্ষের অবকাঠামোর কোনোরূপ ক্ষতি সাধন করা যাইবে না, করিলে ইজারাগ্রহিতা বেবিচককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে;

(১৬) দেশের বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বেবিচক ও ইজারাগ্রহিতা উভয়কেই প্রদেয় আয়কর ও ভ্যাট প্রদান করিতে হইবে। ইজারামূল্যের উপর সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত ও সময়ে সময়ে পুনঃনির্ধারিত ভ্যাট/আয়কর এবং অন্য যেকোনো চার্জ এবং সকল প্রকার ইউটিলিটি চার্জ যথা: বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস বিল ইত্যাদি পরিশোধসহ সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন এবং কর্তৃপক্ষের সময়ে সময়ে প্রবর্তিত নিয়ম-কানুন পালনে ইজারাগ্রহিতা বাধ্য থাকিবে। এই সকল চার্জ ইজারামূল্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(১৭) সরকারি ভ্যাট/আয়কর ইত্যাদিসহ কর্তৃপক্ষের ইজারামূল্য ও আনুষঙ্গিক পাওনা ইজারাগ্রহিতা প্রতিবছর অগ্রিম পরিশোধ করিবে। ইজারামূল্য পরিশোধের পর বছরের যেকোনো সময়ে ইজারাগ্রহিতা কর্তৃক চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘনের কারণে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইজারাচুক্তি বাতিল করা হইলে পরিশোধিত ইজারামূল্য ফেরত দেয়া হইবে না। তবে, বিমানবন্দরের উন্নয়নমূলক কাজ, নিরাপত্তা, সৌন্দর্য বিধান, সুষ্ঠু অপারেশন, জনস্বার্থে প্রশাসনিক কাজে বা জরুরি যেকোনো প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইজারাচুক্তি বাতিল করা হইলে চুক্তি বাতিলের দিন হইতে চুক্তি সমাপ্তির দিন পর্যন্ত সময়ে শুধুমাত্র অতিরিক্ত পরিশোধিত ইজারামূল্য সমন্বয়ের বিষয় কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিতে পারিবে। এরূপ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের প্রকৌশল বিভাগ, আইন শাখা অথবা অন্য যেকোনো বিভাগ/শাখার মতামত সাপেক্ষে উক্ত ইজারামূল্য ফেরত প্রদান করা যাইবে;

(১৮) প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের যাবতীয় পাওনা পরিশোধকরতঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বৈধ কাগজপত্রসহ নবায়নের জন্য আবেদন করিতে হইবে। যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত যথাসময়ে নবায়নের আবেদন না করা হইলে ইজারাগ্রহিতা নবায়নে আগ্রহী নয় মর্মে গণ্য হইবে। সেই ক্ষেত্রে ইজারা বাতিলসহ তাঁর নিকট সমুদয় পাওনা জামানত হইতে সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট জামানত (যদি থাকে) বাজেয়াপ্তকরতঃ কর্তৃপক্ষ ইজারাস্থলটির জন্য পরবর্তী ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে;

(১৯) যুক্তিসংগত কারণে বিশেষ ক্ষেত্রে ইজারাস্থলের প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা, স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামো, বৈদ্যুতিক কাজ, পূর্ত কাজের জন্য যৌক্তিক সময়কাল (Construction Period) প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলে আলোচ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিচালক/বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক/প্রকৌশল শাখার মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মাস পর্যন্ত সময় ছাড় (Rebate/Waiver) প্রদান করিতে পারিবে;

(২০) প্রশাসনিক, নিরাপত্তাজনিত কারণে অথবা যেকোনো উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণে অথবা জনস্বার্থে বা জরুরি যেকোনো প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কোনো ইজারা বাতিল করিলে ইজারাগ্রহিতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন কোনো স্পেস বরাদ্দ দেওয়ার সুযোগ থাকিলে যথোপযুক্ত ইজারামূল্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তা বিবেচনা করা যাইতে পারে;

(২১) চুক্তিপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইজারাগ্রহিতা ইজারার কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগতা প্রকাশ করিলে অবশ্যই তাহা হস্তান্তরের তারিখের ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বেই কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে। অন্যথায়, হস্তান্তরের তারিখ হইতে পরবর্তী ০৩(তিন) মাসের ইজারামূল্য কর্তন শেষে অবশিষ্ট ইজারামূল্য কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে ফেরত দিতে পারিবে;

(২২) ইজারামূল্য বকেয়া থাকিলে এবং নির্ধারিত সময়ে ইজারাস্থল হস্তান্তর না করা হইলে ইজারাগ্রহিতাকে উচ্ছেদ করা যাইবে এবং কর্তৃপক্ষের সমুদয় বকেয়া আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণসহ কর্তৃপক্ষের সহিত যেকোনো প্রকার ব্যবসায় ইজারা গ্রহিতা/প্রতিষ্ঠানকে অযোগ্য/কালো তালিকাভুক্ত ঘোষণা করা যাইবে;

(২৩) ইজারাগ্রহিতা ইজারাকালিন অতিরিক্ত সময় ইজারাস্থল তাহার দখলে রাখিলে বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করিলে তাহা নিষ্পন্ন হইবার পর অতিরিক্ত সময়/মামলা চলাকালিন ইজারা মূল্য এবং ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত সুদ/সারচার্জ, ভ্যাট ও আয়কর আদায় করিতে হইবে;

(২৪) ইজারাস্থলের চুক্তি বাতিল করার পরিপ্রেক্ষিতে ইজারাগ্রহিতার নিকট ইজারামূল্য, ভ্যাট, আয়কর বা অন্য কোনো পাওনা থাকিলে তাহা কর্তৃপক্ষের নিকট জমাকৃত জামানত হইতে সমন্বয় করা যাইবে;

(২৫) প্রত্যেক ইজারাস্থলের জন্য চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ প্রাপ্ত ইজারাগ্রহিতাকে ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপিসহ নিজ খরচে ৩০০/- (তিনশত) টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তিপত্র সম্পাদনসহ ০৩ (তিন) সেট অংগীকারনামা দাখিল করিতে হইবে।

(২৬) ইজারাগ্রহিতার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, জাতীয় পরিচয়পত্র ইজারাগ্রহিতাকে সংরক্ষণ করিতে হইবে। নিরাপত্তা পাস গ্রহণের ক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পাদন ও সন্তোষজনক প্রতিবেদন সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষ হইতে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে;

(২৭) নিরাপত্তার স্বার্থে ইলেকট্রিক্যাল লোড নিরাপদ সীমায় রাখার উদ্দেশ্যে ইজারাগ্রহিতা ইজারাস্থলে যে কোন বৈদ্যুতিক, যোগাযোগ ও কম্পিউটার সরঞ্জাম/যন্ত্রাদি সংস্থাপনের পূর্বে অনুমোদিত অগ্নি প্রতিরোধক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও লোড কর্তৃপক্ষের ই/এম বিভাগ হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। এই কারণে কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে বা বেবিচকের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষতি হইলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটিলে কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণসহ ইজারাগ্রহিতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(২৮) গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি অন্যান্য ইউটিলিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুমোদিত/সম্ভাব্য লোড অনুযায়ী ০৩(তিন) মাসের সমপরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা জামানত (ফেরতযোগ্য) কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা প্রদান করিতে হইবে;

(২৯) ইজারা প্রদানের পূর্বে বেবিচক ইজারাকৃত স্থানের অগ্নি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক ফায়ার এলার্ম, স্মোক ডিটেক্টর, স্প্রিংকলার, ফায়ার এক্সটিংগুইশার এবং ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন নিশ্চিত করিবে;

(৩০) অনুরূপভাবে নিরাপত্তার স্বার্থে ইজারাগ্রহিতাকে ইজারাস্থলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র নিজ খরচে সংযোজন করিতে হইবে। এ কারণে কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে বা বেবিচকের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষতি হইলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটিলে কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণসহ ইজারা গ্রহীতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(৩১) ইজারাগ্রহিতাগণ তাদের লীজকৃতস্থানে কোনো প্রকার দাহ, বিপদজনক দ্রব্য বা রাসায়নিক পণ্য মজুত রাখিতে পারিবেন না;

(৩২) ইজারাগ্রহিতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইজারাকৃত স্থান মালগুদাম হিসাব ব্যবহার করিতে চাহিলে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন, ২০০৩ এর ৪ ধারা অনুসারে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে;

(৩৩) ইজারাগ্রহিতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, স্বর্ণ চোরাচালান, মানবপাচার, হস্তি ব্যবসা এবং মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত কোন অপরাধ ও অন্যান্য ফৌজদারি অপরাধ এবং রাষ্ট্রবিরোধী কাজে জড়িত বা এইরূপ কোনো অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত হইবেন না এবং হইলে ইহার কারণে প্রচলিত আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে;

(৩৪) ইজারাগ্রহিতাকে ইজারা নীতিমালার পরিপন্থী কোনো আচরণের কারণে উচ্ছেদ করা হইলে বা মামলাজনিত কারণে ইজারাগ্রহিতার নিকট কর্তৃপক্ষ বকেয়া পাওনা থাকিলে উহা আদায়ের ক্ষেত্রে বেবিচকের রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে কিস্তি সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে। সেই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ০৩ কিস্তিতে বেবিচক কর্তৃপক্ষের সমুদয় পাওনা ০৬ মাসের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে;

(৩৫) ইজারাগ্রহিতাকে আন্তর্জাতিক টেকসই উন্নয়ন মানদণ্ড (যেমন-International Civil Aviation Organization, CORSIA বা Green Airport Initiative) অনুসরণপূর্বক প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ইজারাভুক্ত জমি বা স্থাপনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার, বৃষ্টির পনি সংরক্ষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে;

(৩৬) উপর্যুক্ত শর্তাবলি ছাড়াও ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন ও নবায়নকালে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে কর্তৃপক্ষ নতুন শর্তাদি আরোপ কিংবা কোনো শর্ত বিলোপ করিতে পারিবে।

৮। খাস আদায়ের পদ্ধতি।— (১) দৈনিক ভিত্তিতে আদায়যোগ্য কর্তৃপক্ষের এইরূপ ইজারাগুলি কোন কারণে ইজারা না হইলে অথবা কোন যুক্তিসংগত কারণে নির্ধারিত সময়ে ইজারা প্রদান করা সম্ভব না হইলে উক্ত সম্পত্তি ইজারা প্রদান না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ একটি কমিটির মাধ্যমে দৈনিক ভিত্তিতে উক্ত ইজারাগুলির খাস আদায় করিতে পারিবে, যথা-

(ক) তবে শর্ত থাকে যে, খাস আদায়ের সম্ভাবনা দেখা দিলে অবশ্যিকভাবে খাস কালেকশনের জন্য একটি নির্দিষ্ট হার নির্ধারণ করিয়া বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগকে অবহিত করিতে হইবে;

(খ) ০৩ (তিন) মাসের বেশী খাস আদায় অব্যাহত রাখিতে হইলে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(গ) অন্যান্য ব্যয়ের মতোই প্রচলিত নিয়মাবলি অনুসরণপূর্বক উক্ত খাস আদায়ের জন্য যৌক্তিক ব্যয়সমূহ নির্বাহ করা যাইতে পারে।

(২) কর্তৃপক্ষ খাস কালেকশনের জন্য একটি নির্দিষ্ট হার নির্ধারণ করিয়া দিবেন এবং নিম্নোক্ত খাস আদায় কমিটি গঠন করিয়া তাহার মাধ্যমে খাস আদায় করিবে, যথা-

নির্বাহী পরিচালক/বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর	সভাপতি
পরিচালক (সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা), বেবিচক	সদস্য
সহকারী পরিচালক (সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা), সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর	সদস্য সচিব

৯। ইজারা বাতিল।- (ক) উপবিধি ৫(২)(৩) অনুসারে প্রতিটি ক্ষেত্রে ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনতম ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে নবায়নের আবেদন করিতে হইবে। অন্যথায়, প্রতি অর্ধবছরের ৩০ জুন অতিবাহিত হওয়ার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা বাতিল ও জামানত বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ইহা ছাড়াও চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন, অঙ্গীকারনামার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন, ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক চুক্তি বাতিলের আবেদন, প্রশাসনিক প্রয়োজন, নিরাপত্তাজনিত এবং জনস্বার্থজনিত যেকোনো কারণে কর্তৃপক্ষ ইজারা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১০। অব্যাহতি।- এই বিধিমালায় যাহাই থাকুক না কেন চেয়ারম্যানের পরামর্শক্রমে সরকার বাংলাদেশের যেকোনো বিমানবন্দর বা এর অংশ বিশেষের ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রয়োগের বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১১। বিধিমালা পুনরীক্ষণ (Review)।- প্রয়োজন অনুযায়ী অথবা সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সময়ে সময়ে এ বিধিমালা পুনরীক্ষণ (Review) করা যাইবে; তবে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত এ বিধিমালার কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন করা যাইবে না।

১৩। ইজারা নীতিমালা, ২০১৯ এর অধীন ইতঃপূর্বে সম্পাদিত ইজারা চুক্তি, উক্ত চুক্তিতে বর্ণিত ও পর্যদ সভায় গৃহীত শর্ত সংশ্লিষ্ট ইজারার মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। তবে ২০১৯ এ ইজারা নীতিমালার অধীন সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) এর আওতাধীন স্থাবর সম্পত্তি ইজারা বিধিমালা, ২০২৬ অনুযায়ী উক্ত স্থাবর সম্পত্তির ইজারার বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে।

তফশিল: (পরিশিষ্ট 'ক', 'খ', 'গ' ও 'ঘ')

(ক) চুক্তিনামা (নমুনা)

(খ) অঙ্গীকারনামা (নমুনা)

(গ) বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা (নমুনা)

(ঘ) ইজারা নবায়ন ফরম (নমুনা)।

(নাসরীন জাহান)

সচিব

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

নমুনা চুক্তিপত্র

বিষয়: হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের..... পরিচালনার জন্য ইজারা চুক্তিপত্র।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের..... পরিচালনার জন্য এই ইজারা চুক্তি..... স্থিষ্টাব্দের..... মাসের তারিখ নিম্নবর্ণিত পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত হইলো।

“ইজারাদাতা বা ১ম পক্ষ”

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের পক্ষে উপপরিচালক (সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা), সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা, যাহাকে অতঃপর এইখানে তার পরবর্তী ও স্থলবর্তী পদধারীকে ১ম পক্ষ বা ইজারাদাতা বলিয়া আখ্যায়িত করা হইলো।

উপপরিচালক (সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা), ঢাকা - ইজারাদাতা/১ম পক্ষ

এবং

ইজারাগ্রহীতা - ২য় পক্ষ

নাম
 পিতা.....
 মেসার্স..... স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম.....
 ডাকঘর..... থানা..... জেলা.....
 বর্তমান ঠিকানা.....

তার পরবর্তী ওয়ারিশগণ, স্থলবর্তী ভারপ্রাপ্তকে অতঃপর এইখানে ২য় পক্ষ বা ইজারাগ্রহীতা হিসাবে আখ্যায়িত করা হইলো।

যেহেতু ১ম পক্ষ বা ইজারাদাতা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের..... ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই মর্মে দরপত্র আহ্বান করা হইলে ২য় পক্ষ দরপত্রে অংশগ্রহণ করিয়া সর্বোচ্চ দরদাতা হিসাবে মূল্যায়িত হন এবং যেহেতু উক্ত সর্বোচ্চ দর ১ম পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় এবং দরদাতা দরপত্রে বর্ণিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে ইজারা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন, সেহেতু নিম্নলিখিত শর্তে ১ম ও ২য় পক্ষের মধ্যে এই চুক্তিপত্রটি সম্পাদিত হইলো।

১। অত্র ইজারা চুক্তিপত্র মেয়াদের জন্য সম্পাদন করা হইলো, যাহা..... খ্রি. তারিখ বেলা ঘটিকা হইতে এবং..... খ্রি. তারিখ বেলা..... ঘটিকায় শেষ হইবে (জুলাই-জুন অর্থবছর হিসাবে)।

২। ২য় পক্ষ ০১ (এক) বৎসরের সমুদয় ইজারা মূল্য টাকা তৎসহ ১৫% ভ্যাট বাবদ..... টাকা ও ৫% আয়কর বাবদ টাকা পরিশোধ করায় (কর্তৃপক্ষের হিসাবে জমা হওয়ার পর) অত্র চুক্তিপত্রটি সম্পাদিত হইলো।

.....
 ইজারাগ্রহীতার স্বাক্ষর ও সিল।

.....
 ইজারাদাতার স্বাক্ষর ও সিল।

৩। ২য় পক্ষের আর্নেস্টম্যানি জামানত হিসেবে জমা থাকিবে, যাহা ইজারার মেয়াদ শেষ হইবার পর ১ম পক্ষের বকেয়া পাওনা/জরিমানা (যদি থাকে) কর্তন শেষে ২য় পক্ষকে ফেরত দেওয়া হইবে।

৪। এই ইজারা চুক্তিপত্র ইজারাগ্রহিতার সন্তোষজনক ব্যবসায়িক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে ইজারার মেয়াদ প্রতি বৎসর নবায়নের ভিত্তিতে বলবৎ হইবে।

৫। ইজারাভুক্ত স্থান যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে কেবল ঐ কাজেই ব্যবহার করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত উক্ত স্থানের কোনো কাঠামোগত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাইবে না এবং ২য় পক্ষ ইজারাকৃত..... জায়গার অতিরিক্ত জায়গা ব্যবহার করিতে পারিবে না। এরূপ করিলে কোন কারণ প্রদর্শন ছাড়াই ইজারা বাতিল করিবার ক্ষমতা ১ম পক্ষ সংরক্ষণ করিবে।

৬। ২য় পক্ষ নিজ উদ্যোগে ও নিজ খরচে ইজারাস্থল হস্তান্তরের তারিখ হইতে বিদ্যুৎ ও পানির মিটার স্থাপনকরত সে অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও পানির বিল মাসিক ভিত্তিতে পরিশোধ করিবে। পর পর ২ (দুই) মাসের বিদ্যুৎ ও পানির বিল বকেয়া হইলে তাহা জামানতের টাকা হইতে কর্তন করা হইবে। জামানতের টাকা হইতে কর্তনযোগ্য, বকেয়া বেশি হইলে সাথে সাথে সংযোগ পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইবে।

৭। প্রতিটি বিমানবন্দর একটি KPI (Key Point Installation) বিধায় বিমানবন্দরের নিরাপত্তার স্বার্থে কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোনো ইজারাগ্রহিতার কার্যক্রম তাৎক্ষণিকভাবে স্থগিত/বন্ধ এবং ২৪ ঘণ্টার নোটিশে ইজারা বাতিল করিবার ক্ষমতা ১ম পক্ষ (কর্তৃপক্ষ) সংরক্ষণ করিবে।

৮। বিমানবন্দরের সুষ্ঠু অপারেশন, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন, সৌন্দর্যবর্ধন, নিজস্ব প্রয়োজন বা প্রশাসনিক কাজের প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ৩০(ত্রিশ) দিনের নোটিশে যেকোনো ইজারা বাতিল করিবার ক্ষমতা ১ম পক্ষ (কর্তৃপক্ষ) সংরক্ষণ করেন। তাহাতে ইজারাগ্রহিতা আইনের আশ্রয় বা কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবে না। ক্ষতিপূরণ দাবি করা হইলেও তাহা সরাসরি অগ্রাহ্য হইবে।

৯। ২য় পক্ষ কর্তৃপক্ষের পাওনাদি পরিশোধে অনিয়মিত হইলে বা ব্যবসায়িক আচার-আচরণ, ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক পারফরম্যান্স সন্তোষজনক না হইলে কিংবা বিমানবন্দরের নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলিয়া বিবেচিত হইলে ইজারা বাতিল করিবার বা ইজারা নবায়ন বিবেচনা না করিবার ক্ষমতা ১ম পক্ষ সংরক্ষণ করে।

১০। ইজারার মেয়াদ শেষ হইবার পর কর্তৃপক্ষ যদি ইজারার মেয়াদ বর্ধিত করেন, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত শর্ত পালন ও ১ম পক্ষের নির্ধারিত ইজারামূল্য ২য় পক্ষকে পরিশোধ করিতে হইবে। যথাসময়ে নবায়ন করা না হইলে ইজারার মেয়াদ শেষ হইবার সাথে সাথে ইজারাস্থল ১ম পক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে ২য় পক্ষ বাধ্য থাকিবে।

১১। ইজারার মেয়াদ শেষ হইবার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির উপর ইজারাগ্রহিতার অধিকার বিলুপ্ত হইবে। উক্ত সম্পত্তির সকল অধিকার, স্বত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেবিচক তথা সরকারের উপর ন্যাস্ত হইবে;

১২। চুক্তিপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে ২য় পক্ষের অস্থাবর সম্পত্তি, যা তুলিয়া নিলে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি হইবে না শুধু তা ২য় পক্ষ নিজ খরচে তুলিয়া নিতে পারিবে। ১ম পক্ষের বিনা অনুমতিতে চুক্তিপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে এ ধরনের কাজ করিলে ১ম পক্ষ একতরফাভাবে চুক্তি বাতিল করিয়া দিতে পারিবে।

১৩। ইজারাকৃত স্থানে ২য় পক্ষ উন্নতমানের আসবাবপত্র ব্যবহার করিবেন এবং বিমানবন্দরের সার্বিক সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দোকানের সাজসজ্জা ও পরিচালনা নিশ্চিত করিবেন। ডেকোরেশনসহ আনুসঙ্গিক খরচ কোনো অবস্থাতেই সমন্বয়যোগ্য হইবে না।

.....
ইজারাগ্রহিতার স্বাক্ষর ও সিল

.....
ইজারাদাতার স্বাক্ষর ও সিল

১৪। দোকানে আগত কাহারও অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারে বা বিরক্তির উদ্রেক করিতে পারে এরূপ কোন কাজ ২য় পক্ষ বা তাহার প্রতিনিধি বা কর্মচারী করিতে পারিবেন না।

১৫। ২য় পক্ষ ও তাহার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বিমানবন্দর নিরাপত্তা, কাস্টমস, স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং অন্যান্য সমস্ত প্রচলিত আইনকানুন মানিয়া চলিবেন এবং বিমানবন্দরের কোনো অবৈধ কাজে লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না। অন্যথায় ১ম পক্ষ চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী জরিমানা আরোপ অথবা প্রয়োজনবোধে ইজারা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।

১৬। ২য় পক্ষের বর্তমান ঠিকানায় কোনো প্রকার পরিবর্তন হইলে উহা এক সপ্তাহের মধ্যে ১ম পক্ষকে লিখিতভাবে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

১৭। ১ম পক্ষের বিনা অনুমতিতে ইজারাকৃত স্থান বা উহার কোনো অংশে ২য় পক্ষের নিজের নেমপ্লেট ব্যবহার ছাড়া অন্য কোনো কোম্পানির নাম বা সংস্থার সাইনবোর্ড বা বিজ্ঞাপন টাঙ্গাইতে পারিবে না। এরূপ করা হইলে ১ম পক্ষ বিনা ওজরে চুক্তিপত্র বাতিলসহ জামানত বাজেয়াপ্তপূর্বক ২য় পক্ষকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন।

১৮। ২য় পক্ষের অধীনস্থ সমস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে গ্রাহকদের সাথে অবশ্যই সদাচরণ করিতে হইবে। এই ব্যাপারে কোনো প্রকার অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ২য় পক্ষ বাধ্য থাকিবেন।

১৯। ২য় পক্ষ ইজারাকৃত দোকান-এ কোন অবৈধ মালামাল, নিষিদ্ধ দ্রব্য, বিস্কেরক বা মাদকদ্রব্য রাখিতে বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। গ্রাহকদের সুবিধার্থে খাবারের মূল্য তালিকা দোকানের সম্মুখে টাঙ্গাইতে হইবে। ২য় পক্ষ কর্তৃক ইজারার শর্তভঙ্গ করা হইলে ১ম পক্ষ ইজারা বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২০। ইজারাস্থলে প্রয়োজনীয় সকল সংযোগ/সার্ভিস ১ম পক্ষের পূর্বানুমতিক্রমে ২য় পক্ষকে নিজ দায়িত্বে এবং নিজ খরচে সংগ্রহ করিতে হইবে। ১ম পক্ষের বিনা অনুমতিতে এ ধরনের সার্ভিস গ্রহণ করিলে ১ম পক্ষ একতরফাভাবে চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন। ইজারার মেয়াদ শেষে ১ম পক্ষের স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিসাধন না করিয়া ২য় পক্ষ এরূপ সার্ভিস বা সার্ভিসের অংশ বিশেষ অপসারণ করিতে পারিবেন।

২১। ইজারাকৃত দোকান বা স্থান যে উদ্দেশ্যে ইজারা প্রদান করা হইয়াছে, ২য় পক্ষ শুধুমাত্র সেই কাজেই ব্যবহার করিতে পারিবেন। ২য় পক্ষ কোনো প্রকারেই ১ম পক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ইজারাকৃত স্থান বা উহার কোনো অংশ ভাড়া (সাবলেট) দিতে বা ইজারাকৃত স্থানের পজেশন কাহারও নিকট হস্তান্তর করিতে বা ব্যবসায়ের মধ্যে কোনো অংশীদার গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং কোনো অবস্থাতেই ইজারাকৃত স্থান মর্টগেজ প্রদান করা যাইবে না। এইরূপ করিলে তৎক্ষণাত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সম্পাদিত ইজারা চুক্তি সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

২৩। যে প্রতিষ্ঠানের নামে ইজারা চুক্তি সম্পাদিত হইবে সে প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো নামে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা বা বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা যাইবে না।

২৪। ইজারাস্থলের মালামাল/যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার দায়িত্ব ২য় পক্ষের নিজস্ব। ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের সহায়-সম্পত্তির প্রতিনিধি বা আমানতদার নহে এবং কোনোরূপ ক্ষয়-ক্ষতির জন্য বা কোনো ব্যাপারে ১ম পক্ষ দায়ী থাকিবে না। ২য় পক্ষের কোনো কর্মকান্ডে সদিচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ১ম পক্ষের কোনো সহায় সম্পত্তি বা সম্মান ক্ষুণ্ণ হইলে ২য় পক্ষ তাহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

.....
ইজারাগ্রহিতার স্বাক্ষর ও সিল

.....
ইজারাদাতার স্বাক্ষর ও সিল

২৫। ২য় পক্ষকে ইজারাকৃত দোকানের আশপাশ/সম্মুখ ও ভিতরে সর্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ জরিমানাসহ ইজারা বাতিল করিতে পারিবেন। পরিবেশ অপরিষ্কার ও সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণের জন্য ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে সর্বাধিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবেন।

২৬। ইজারাস্থলের দেয়াল, মেঝে বা ছাদে ২য় পক্ষ কোনো প্রকারেই ভাংচুর বা ক্ষতিসাধন করিতে পারিবেন না। সম্পত্তির কোন রকম ক্ষতি হইলে ১ম পক্ষের দাবীকৃত ক্ষতিপূরণ ২য় পক্ষ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৭। ইজারামূল্যের উপর সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত ও সময়ে সময়ে পুনঃনির্ধারিত ভ্যাট/আয়কর এবং অন্য যেকোনো চার্জ এবং সকল প্রকার ইউটিলিটি চার্জ যথা: বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির বিল ইত্যাদি পরিশোধসহ সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন এবং কর্তৃপক্ষের সময়ে সময়ে প্রবর্তিত নিয়ম-কানুন পালনে ২য় পক্ষ বাধ্য থাকিবে।

২৮। ২য় পক্ষ যদি ইজারা সংক্রান্ত কোনো কারণে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমার আশ্রয় গ্রহণ করে ইজারাকালিন অধিক সময় উক্ত স্থানে অবস্থান করে বা স্থানটি ব্যবহার করে এবং যদি মামলার রায় পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের অনুকূলে আসে, তবে ইজারাগ্রহিতা ইজারার মেয়াদ সমাপ্তের পর হইতে দখল হস্তান্তর পর্যন্ত প্রতিদিনের জন্য বিদ্যমান ইজারার গড় দৈনিক হারের দ্বিগুণ হারে কর্তৃপক্ষকে ইজারামূল্য, সংশ্লিষ্ট ভ্যাট ও আয়কর প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৯। ২য় পক্ষকে ইজারামূল্যের উপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাট ও আয়কর (সময় সময় বর্ধিত করা হইলে অনুরূপ বর্ধিত হারে) ইজারামূল্যের সাথে পরিশোধ করিতে হইবে।

৩০। হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট বা অনিবার্য কোন কারণবশতঃ বিমানের উঠা-নামা বন্ধ থাকিলে বা ফ্লাইট সিডিউল পরিবর্তন হইবার পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রী ও দর্শক সমাগম কম হইলে বা না থাকিলে বা বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য বিমানবন্দরে নিয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি জনসাধারণ ও দর্শক সমাগমে বিধি-নিষেধ আরোপ করে তাহার জন্য ২য় পক্ষ কোনো রূপ ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবেন না। উক্তরূপ দাবি করা হইলে তাহা সরাসরি অগ্রাহ্য হইবে।

৩১। চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে ২য় পক্ষকে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সর্বোচ্চ লোড ১ম পক্ষের নিকট হইতে অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে। অনুমোদিত বিদ্যুৎ লোডের বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হইলে, বিদ্যুৎ মিটারের কোনো রূপ টেম্পারিং করিলে বা ধরা পড়িলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইবে অথবা এককালিন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হইবে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের ইএম বিভাগ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

৩২। বিদ্যুৎ ও পানি সংযোগ/মিটার স্থাপন/পাওয়ার প্লাগ স্থাপনাসহ অন্যান্য আনুষংগিক কাজের খরচ কর্তৃপক্ষের প্রাক্কলন মোতাবেক বরাদ্দ প্রাপ্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহন করিতে হইবে। অথবা নিজ খরচায় সিএএবি এর প্রকৌশল শাখার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করিয়া সংযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। অনুমোদিত বৈদ্যুতিক লোডের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচ করা যাইবে না।

৩৩। ১ম পক্ষ কর্তৃক কোনো কারণে চুক্তিপত্র বাতিল করা না হইলে চুক্তি কার্যকরের তারিখ হতে নির্ধারিত সময়ের পরে ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবে। ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার সাথে সাথে ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের নিকট ইজারাস্থল শান্তিপূর্ণভাবে বুঝাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প অঙ্গীকারনামা নিখুঁতভাবে টাইপ, স্বাক্ষর ও সিলমোহর করিয়া নোটারি পাবলিক কর্তৃক এফিডেভিটকরতঃ উপপরিচালক (সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা) এর দপ্তরে জমা দিবেন।

৩৪। কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান ইজারা নীতিমালার অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে।

.....
ইজারাগ্রহিতার স্বাক্ষর ও সীল

.....
ইজারাদাতার স্বাক্ষর ও সীল

৩৫। উল্লিখিত শর্তাবলি ছাড়াও পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইজারাদাতা যদি অন্য কোনো শর্ত আরোপ করেন, ইজারাগ্রহিতা তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

৩৬। অত্র চুক্তিপত্রে ২য় পক্ষের স্বাক্ষর নোটারি পাবলিক কর্তৃক এফিডেভিট করানো হইতে হইবে।

৩৭। উল্লিখিত শর্তাবলি ছাড়াও পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ১ম পক্ষ যদি অন্য কোনো শর্ত আরোপ করেন, ২য় পক্ষ তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

আমরা উভয় পক্ষ সুস্থ মস্তিষ্কে, সজ্ঞানে অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই চুক্তিপত্রের সকল অনুচ্ছেদ পড়িয়া, বুঝিয়া উপস্থিত সাক্ষীদের সম্মুখে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিলাম।

সাক্ষীদের নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষর ও তারিখঃ

স্বাক্ষর

নাম ও পদবি

১। সাক্ষীর স্বাক্ষর (২য় পক্ষ) (২) ২য় পক্ষের (ইজারাগ্রহিতা) স্বাক্ষর ও তারিখঃ

নামঃ

পিতার নামঃ

বর্তমান ঠিকানাঃ

স্থায়ী ঠিকানাঃ

২। সাক্ষীর স্বাক্ষর (২য় পক্ষ)

নামঃ

পিতার নামঃ

বর্তমান ঠিকানাঃ

স্থায়ী ঠিকানাঃ

.....
ইজারাগ্রহিতার স্বাক্ষর ও সিল

.....
ইজারাদাতার স্বাক্ষর ও সিল

অঞ্জীকারনামা

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের..... পরিচালনার জন্য
..... স্থিঃ তারিখ বেলাঘটিকা হতে..... স্থিঃ তারিখ বেলা.....ঘটিকা
পর্যন্ত..... তথ্য নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইবার সাথে সাথে বছরভিত্তিক সময়ের মধ্যে ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থতায় উক্ত
ইজারাস্থল বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের তথা ইজারাদাতার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট শান্তিপূর্ণভাবে বুঝাইয়া দিতে
বাধ্য থাকিব। ব্যর্থতায় ১ম পক্ষ আমাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবে, ইহাতে আমার কোনো আপত্তি থাকিবে না।

.....

ইজারাগ্রহিতার স্বাক্ষর ও সীল

বিমানবন্দরের নিরাপত্তার কারণে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে ইজারাস্থল বন্ধ রাখিতে ২য় পক্ষ বাধ্য থাকিব।
এ বিষয়ে আমি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিব না। এ সংক্রান্ত
সম্পাদিত চুক্তিপত্র ও কার্যাদেশের সকল শর্তাবলি মানিয়া চলিব।

অন্যথায় আমার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক যেকোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমার কোনো ওজর আপত্তি থাকিবে না।

.....

ইজারাগ্রহিতার স্বাক্ষর ও সীল

স্বৈচ্ছায়, সজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিষ্কে অন্যের প্ররোচনা ব্যতীত আমি এই অঞ্জীকারনামা স্বাক্ষর করিলাম।

স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর, নাম, ঠিকানা ও তারিখ

ইজারাগ্রহিতার স্বাক্ষর ও তারিখ

১। স্বাক্ষর.....

নামঃ.....

নামঃ

পিতার নাম:

পিতার নামঃ

সত্ত্বাধিকারী

বর্তমান ঠিকানাঃ

বর্তমান ঠিকানাঃ

স্থায়ী ঠিকানাঃ

স্থায়ী ঠিকানাঃ.....

জাতীয় পরিচয় পত্র নং.....

২। স্বাক্ষর

নামঃ

পিতার নামঃ

বর্তমান ঠিকানাঃ

স্থায়ী ঠিকানাঃ

বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা

- (১) দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার, বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্ব নির্দশন ইত্যাদি;
- (২) দেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রচার;
- (৩) যাত্রীসাধারণের জন্য হোটেল, যানবাহন বুকিং, ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি প্রচার;
- (৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত দেশি/বিদেশি গণ্যের বিজ্ঞাপন, ব্রান্ডিং ও অন্যান্য বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে।

ইজারা নবায়ন ফরম (নমুনা)

<p>বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯ www.caab.gov.bd</p> <p>(অফিসের অংশ) ইজারা নবায়ন ফরম (নমুনা)</p> <p>জনাব/মেসার্স.....এই কর্তৃপক্ষের.....(ইজারাস্থল) এর বার্ষিক ইজারামূল্য....., ভ্যাট.....আয়কর....., জামানত.....টাকাসহ সমুদয়.....টাকা পরিশোধ করায় কর্তৃপক্ষের পক্ষে এই.....ইজারাস্থলসনের জন্য নবায়ন করা হইলো।</p> <p>..... ইজারাগ্রহিতার স্বাক্ষর</p>	<p>বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯ www.caab.gov.bd</p> <p>(ইজারাগ্রহিতার অংশ) ইজারা নবায়ন ফরম (নমুনা)</p> <p>জনাব/মেসার্স.....এই কর্তৃপক্ষের.....(ইজারাস্থল) এর বার্ষিক ইজারামূল্য....., ভ্যাট.....আয়কর....., জামানত.....টাকাসহ সমুদয়.....টাকা পরিশোধ করায় কর্তৃপক্ষের পক্ষে এই.....ইজারাস্থলসনের জন্য নবায়ন করা হইলো।</p> <p>..... ইজারাগ্রহিতার স্বাক্ষর</p>
---	--